প্রাইমারি স্কুলগুলোর জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার (RE) উপর টাওয়ার হ্যামলেটস্ পেরেন্টস এসোসিয়েশন (THPA) এর নীতিমালা

ভূমিকা :

টাওয়ার হ্যামলেটস্ পেরেন্টস এসোসিয়েশন (THPA) এই নথিতে টাওয়ার হ্যামলেটস্ এর পিতামাতাদের মতামত তুলে ধরেছে। টাওয়ার হ্যামলেটস্ এর ৬৯ টি প্রাইমারি স্কুলের পিতামাতাদের সাথে টাওয়ার হ্যামলেটস্ পেরেন্টস এসোসিয়েশন কাজ করেছে এবং তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে

টাওয়ার হ্যামলেটস্ এর ঐ সকল পিতামাতাদের দাবিগুলো নিচে তুলে ধরা হয়েছে :

১) প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষা (RE) এবং পারস্পরিক ও যৌন সম্পর্ক শিক্ষা (SRE) শেখানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের পিতামাতাদের সাথে আলোচনা করতে হবে যেহেতু ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পিতামাতারা মূল ভূমিকা তথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২) সমকামী সম্পর্ক (GAY) ও সমকামী বিবাহ সম্পর্কের আলোচনাটি রাজনীতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছ। আমাদের সন্তানদের আগ্রহ এবং সমাজের সুস্বাস্থের জন্য পিতামাতারা এই স্বীকৃতির কারণ জানতে চেয়েছে।

৩) তথ্য ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করা খুব জুরুরি হয়ে পড়েছে। এটা সত্য যে কিছু মানুষের সমকামিতা (GAY) সম্পর্ক রয়েছে। তবে ছেলেমেয়েদের নৈতিকতা , নীতিশাস্ত্র ও মুল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথা মূল দায়িত্ব পিতামাতারাই পালন করেন। এই ধরণের সমকামিতার (GAY) বিষয়গুলো খুব বেশি আলোচনা করার কারণে মাঝেমধ্যে এটা প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং সত্যিকারের আলোচনার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

৪) মনেপ্রাণে নৈতিক অবস্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখা একটি জিনিস আর অন্যের প্রতি সেই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করা আরেকটি জিনিস। পিতামাতার সম্মতি ও তাদের অশগ্রহন ছাড়া ছেলেমেয়েদের এই ব্যাপারে স্কুলের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত নয়।

৫) এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে , যারা আমাদের মতামতের সাথে একমত পোষণ করে না আমরা তাদের কোনোরকমের অপদস্ত হবার, ভয়ভীতি অথবা যে কোনো রকমের নিপীড়ন হবার আশঙ্কা ছাড়াই তাদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করি। তবে আমরাও একই ধরণের বিনিময় তাদের কাছে আশা করি।

৬) টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল ও স্কুলগুলো এই সকল বিষয়ে পিতামাতাদের সাথে সম্মানজনক সংলাপ বিনিময় এবং তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের মাধ্যম পিতামাতাদের এই চিন্তাধারাগুলো নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষা / পারস্পরিক ও যৌন সম্পর্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশিকা

নিচে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিক নির্দেশনার বিভাগগুলো রয়েছে যা প্রাইমারি স্কুলগুলোতে পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষা (RE) /পারস্পরিক ও যৌন সম্পর্ক শিক্ষা (SRE), ব্যাক্তিগত ,সামাজিক এবং স্বাস্থ শিক্ষা [PHSE(Personal, Social and Health Education)] এবং বিজ্ঞানের পাঠদানের ব্যাপারে সরকারি নির্দেশিকা ১ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে পিতামাতাদের চিন্তাভাবনা তথা তাদের দাবির সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে:

ক) "স্কুল অথবা বৃস্তিত পৃথিবীতে কখনো কখনো অন্যের পরিবারগুলোকে নিজেদের পরিবার থেকে আলাদা দেখায় কিন্তু সকলেরই এই পার্থক্যের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত এবং জেনে রাখা উচিত অন্যের পরিবারও ভালোবাসা এবং যত্ন দ্বারা পরিচালিত (চিহ্নিত) হয় ।"

i) সরকারি নির্দেশি কায় পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার (RE) ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে LGBT(lesbian, gay, bisexual, and transgender) পড়ানোর বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই। এই ক্ষেত্রটি পিতামাতা ও শিশুদের মুল্যবোধ এবং বিশ্বাস বিবেচনার জন্য উম্মুক্ত রাখা হয়েছে।এই নির্দেশিকায় কেবলমাত্র পার্থক্যগুলোকে সম্মান করার বিষয়টি তুলে ধরেছে।

খ) "ছেলেমেয়েদের মধ্যে "বয়ঃসন্ধিকাল এবং কৈশোরে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মূল বিষয়গুলি সাধারণত 9 বছর বয়স থেকে 11 বছর বয়সের মধ্যে হয়।"

i) বয়ঃসন্ধি শেখানোর জন্য বয়স নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। বয়ঃসন্ধির শুরু হওয়ার ঠিক আগে আগে KS2-এর পরবর্তী বছরগুলিতে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিকভাবেই বয়ঃসন্ধি শেখানো হয় ।

গ) "প্রাইমারি বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়।"

ঘ) "বিজ্ঞানের জাতীয় পাঠ্যক্রমের সাথে এই বিষয়বস্তু গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেমন শরীরের প্রধান বাহ্যিক অংশগুলি, মানবদেহ যেভাবে জন্ম থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত (বয়ঃসন্ধি সহ) বৃদ্ধি পায় এবং কিছু উদ্ভিদ এবং প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়া হয়। "

i) মানবদেহের বাহ্যিক অংশের তালিকা বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে এবং এতে যৌন অঙ্গগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষা (RE) সরকারের নির্দেশিকায় যৌন দেহের অঙ্গগুলির নাম শেখানোর বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই।

সমতা আইন অনুসারে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় পটভূমি বিবেচনা করা হয়। সরকারী নির্দেশিকা ১-এ বর্ণিত:
"সমস্ত স্কুলগুলোতে অবশ্যই এই বিষয়গুলি পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করার সময় শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় পটভূমি বিবেচনায় রাখতে হবে যাতে এই নির্দেশিকাতে মূল বিষয়বস্তুগুলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে পরিচালনা করা যায়। সমস্ত স্কুলগুলোকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সাম্যতা আইন ২০১০ এর সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি মেনে চলে, যার অধীনে ধর্ম বা বিশ্বাস সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে। "

টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোহশন প্ল্যান 2-তে বলা হয়েছে:
"কাউন্সিল চায় বারা এমন একটি জায়গা হিসাবে পরিচিত হবে যেখানে সবাই সবাইকে নিজের মানুষ মনে করবে এবং যেখানে তারা সবাই একসাথে ভাল আছে এবং তাদের সকলের কণ্ঠস্বরের মাঝে সমতা থাকবে । এটি আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস। "

সমকামিতা এবং ট্রান্সজেন্ডার (রূপান্তরিত লিঙ্গ /দৈত্বলিঙ্গ /সর্বলিঙ্গ /হিজড়াদের) শিক্ষার বিষয়ে মুসলমানদের বিশ্বাস:

টাওয়ার হ্যামলেটসের বৃহত্তম সংখ্যালঘু হলেন মুসলমানরা। বিদ্যালয়গুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী মুসলিম। টিএইচপিএ সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীর পিতামাতাদের প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং এর সীমারেখাটি জানা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আরই / আরএসই-র দিকগুলির বিষয়ে মুসলিমরা যে সমস্যাগুলি এবং দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হচ্ছে।

১. সকল ইসলামী আইনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যে সমকামিতা এবং সমকামী বিবাহ একটি গুনাহ তাই আইনত ইসলামে এটি স্বীকৃত নয়।এই মতামত বিশ্বের সব প্রধান ধর্মের ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একইরকম যেমন, ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম। এলজিবিটি জীবনধারা ইসলামে যেমন স্বীকৃত নয় তেমনি ইশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত মৌলিক সীমা লঙ্ঘন করে। একে গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি আল্লাহর ঐশ্বরিক এদেশের বিপরীত এবং তার সৃষ্টির বিচ্যুতি স্বরূপ ।

২. আরই /আরএসই র বিষয়গুলি যথাযথ বয়স এবং বিশ্বাসে ও মূল্যবোধের সাথে সংবেদনশীল পদ্ধতিতে শেখানো সার্বজনীন ভাবে গৃহীত। মুসলিম পিতামাতারা তাই পাঠ্যক্রমকে আরও ভালভাবে বুঝতে মূল ভূমিকা নিতে পারেন। একটি সংবেদনশীল পাঠ্যক্রম সরবরাহ করা যেটি মূল নৈতিকতা এবং পারিবারিক মূল্যবোধকে কোনোভাবেই দুর্বল করে দেবে না।

৩. ইসলাম শিশুদেরকে সমস্ত প্রকার অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সমকামিতা এবং ট্রান্সজেন্ডার (রূপান্তরিত লিঙ্গ /দৈত্বলিঙ্গ /সর্বলিঙ্গ /হিজড়াদের) শিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করে যেহেতু ইসলামে এটি অনৈতিক আচরণ এবং ধর্মগ্রন্থ এবং ওহীর আদেশের বিরোধী।

৪) ইসলাম অনুযায়ী আল্লাহ নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং শুধুমাত্র এ দুটি লিঙ্গই বিদ্যমান। এটি যৌক্তিকভাবে বেমানান যে কোনও শিশু নিজেই তার লিঙ্গ বাছাই করে নেবে, যেখানে অন্যান্য সব ক্ষেত্রে পিতামাতার অনুমোদনের প্রয়োজন যেমন ডায়েট, পোশাক, বন্ধু, লেনদেন ইত্যাদি । ৩ মুসলমানরা তাদের জীবন পরিচালনা করে শুধুমাত্র পিতামাতার সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা দ্বারা।

৫.যৌন জীবন পরিচালনার সব ধরণের নিয়ম ইসলামে রয়েছে । সুতরাং, শিশুরা (এবং প্রাপ্তবয়স্করা) কোনওরকমে যেন বিয়ে বহির্ভুত সম্পর্কে না জড়ান সেটাই ইসলাম শিক্ষা দেয়। এই সীমা লঙ্ঘন একটি বড় অপরাধ/ গুনাহ । অপ্রাপ্তবয়স্ক অবয়স্তহয় শিশুদের সামনে এই বিয়টি /অপ্রাপ্তবয়স্কদের বেড়ে উঠার সময় বিয়টি না নিয়ে আসতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষা শুধুমাত্র বয়ঃসন্ধির শুরুতে সরবরাহ করা হবে।

টিএইচপিএ (THPA) পিতামাতার উদ্বেগ:

পুরো বারায় পিতা-মাতার সাথে দীর্ঘ সংশ্লিষ্টতার পরে আরই / আরএসই একটি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই বিষয়টি পেরেন্টসদের সাথে সংলাপ এবং পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান না হলে, এই বারায় এবং স্কুলগুলোতে আরই / আরএসই নীতি সফলভাবে বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী বাধা রয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ে এলজিবিটি শেখানো এবং প্রচার করা

বয়স উপযুক্ত বিষয় শেখানো

ছকবাঁধা লিঙ্গ সম্পর্কে শেখানো/বাস্তবায়ন

সুরক্ষার ছদ্মবেশে KS 1 (বয়স 5) এ

আর ই শেখাবার উপায় উপকরণ

বাইরের সংস্থা নেয়া আর ই সমর্থনের জন্য

আরআর নীতি বাস্তবায়নে অভিভাবকদের সাথে সম্মিলিত ও অংশীদারিত্বের পদ্ধতির জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যালয়ের কাছে প্রস্তাব:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলজিবিটি বিষয় পড়ানো।

ক। অভিভাবকরা আশা করেন যে শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রছাত্রীদের, তাদের পরিবার এবং তাদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুলি নিজেদের ঘরের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের সাথে বিরোধী নয়। এটি না করা হলে গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং স্কুলগুলি বাচাদের সাথে পিতামাতার সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেয় ।

খ। ডিএফই গাইডেন্সে বলা হয়েছে যে "বিস্তৃত বিশ্বে বা স্কুলে অন্যের পরিবারগুলি সাথে মাঝে মাঝে নিজ পরিবার থেকে আলাদা মনে হয় , তবে তাদের উচিত এই পার্থক্যগুলির প্রতি শ্রদ্ধা করা এবং জেনে রাখা উচিত যে অন্যান্য বাচ্চাদের পরিবারও তাদের ভালবাসা এবং যত্নের দ্বারা গড়ে উঠছে ।" পরিবারের অন্যান্য কাঠামোর উদাহরণগুলি যেমন- সৎ-পিতা-মাতা, একক বাবা-মা, তালাকপ্রাপ্ত / বিচ্ছিন্ন বাবা-মা, পরিবারের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সদস্য (দাদা-দাদী, চাচী / চাচা এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়), বহুজাতিক পরিবার, পালিত পিতা-মাতা ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে একক যৌন পরিবারের কথা বর্ণনা করার প্রয়োজন ছাড়াই। এইভাবে, শিশুরা শিখতে পারে " স্থিতিশীল, যত্নশীল , সুখী পরিবার সম্পর্কে, যা হতে পারে নানা ধরণের, বড় হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ" “

গ। পাবলিক সেক্টর ইক্যুয়ালিটি ডিউটি 4 এর অধীনে, স্কুলগুলিতে কেবল একই লিঙ্গের পরিবারগুলি নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক যখন কোনও নির্দিষ্ট ক্লাসে এই ধরণের পরিবার থেকে কোনও শিশু থাকে।তারপরেও, এই জানাটা শুধুমাত্র কেবল সেই ক্লাসেই উপরই প্রয়োজনীয় , পুরো স্কুল জানাটা জরুরি নয়।

ঘ। স্কুলগুলির জন্য ইক্যুয়ালিটিস অ্যাক্ট "২০১০" শেখানোর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

ঙ। 25 জুন 2019 -এ সংসদীয় প্রশ্নকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নিক গিব বলেছিলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এলজিবিটি উপাদানগুলি পড়ানোর প্রয়োজন নেই .6

চ। ‘মৌলিক ব্রিটিশ মূল্যবোধগুলি’ শেখাতে স্কুল বাধ্য যদিও এটি একটি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট ধারণা । এটি লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ যে ‘মৌলিক ব্রিটিশ মূল্যবোধগুলি’ অস্বীকৃত 8 এবং ইসলামফোবিক 9 "প্রতিরোধ" দিকনির্দেশনা থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে ইসলামের সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের কোনও উল্লেখ নেই ।

২.জেন্ডার ফ্লুইডিটি সম্পর্কে বিশদ ধারণা।

ক)এটা যৌক্তিকভাবে বেমানান যে কোন শিশুকে আলাদা লিঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যেখানে পোশাক, খাবার, বন্ধুবান্ধব, টাকা-পয়সা সহ অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে তাদের জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই পিতা-মাতার অনুমোদন প্রয়োজন।

খ) জেন্ডার ফ্লুইডিটি আলোচনার ফলে বিকাশমান শিশুর মধ্যে অযোক্তিক হতাশা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে যার কারণে ইতিমধ্যেই যুবকরা পরিচয় সংকটে ভুগছে। তাই শিশু সুরক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে জেন্ডার আলোচনা করাও শিশু শিক্ষার অংশ হওয়া উচিত নয়।

গ)তরুণরা শৈশবকালে অযাচিত সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক সুস্থতায় বিপর্যয়কর পরিণতি এনেছে।

ঘ) একই বয়সের শিশুদের সবার বোঝার বোধ একরকম নয় তাই লিঙ্গ পরিচয় এবং যৌন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানানোর কোনটি সঠিক তা ঠিক করা সম্ভব নয়।

৩ .সব সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের সাথে সংবেদনশিল এমন সংস্থাগুলো ব্যবহার করা।

ক) যেসব সংস্থা গুলি স্পষ্ট ছবি বা ভিডিও ধারণ করে এমন সংস্থাগুলি শিশুদের জন্য উপযুক্ত নয়, যেমন ক্রিস্টোফার উইন্টার প্রজেক্ট।

খ)যেসব সংস্থান গুলিতে এলজিবিটি উল্লেখ রয়েছে এবং প্রচার করা হচ্ছে সেগুলি শিশুদের জন্য অনুপযুক্ত, যেমন রেস্পেক্ট অল এবাউট মি এবং এডুকেট এন্ড সেলিব্রেট।

গ) সমস্ত উপকরণ ও উৎস গুলি আলোচনা করার আগে ধর্মীয় নেতা, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং পিতা-মাতার সাথে যথাযথভাবে পরামর্শ করতে হবে।

ঘ) বাইরের অতিথি এজেন্সিগুলোকে নিয়ে আসা অথবা আর ই কারিকুলাম সরবরাহ করতে দেয়া উচিত না। বাইরের এজেন্সি গুলির উপস্থিতি পিতা-মাতার জন্য অশান্তির অন্যতম কারণ।

৪. যৌন অঙ্গ গুলির নামকরণ।

১ যৌন অঙ্গ গুলির নামকরণ আর ই এর সংবিধিবদ্ধ নির্দেশনার অংশ নয়।

২ বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সেখানে সরকারের দিকনির্দেশনার অংশ কি স্টেজ টু তে বয়ঃসন্ধি শিক্ষার সময় যৌন অঙ্গ গুলির নামকরণ সেখানে যেতে পারে।

৩ বয়ঃসন্ধি ফাইভ থেকে শেখানো শুরু করা উচিত কারণ আমরা জানি যে শিশুরা বিশেষ করে অল্প বয়সী মেয়েরা জীবনের প্রথম দিকে বয়সন্ধির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

৪ এই বিষয়বস্তুটি পড়ানোর সময় শিক্ষার আরো ভালো ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য মেয়ে এবং ছেলেদের যথাক্রমে মহিলা এবং পুরুষ শিক্ষকের সাথে আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত।

৫ মাই বডি বিলংস টু মি এই মূল্যবান উৎস যা নামকরণ না করে সুরক্ষিত সমস্যাগুলোকে উল্লেখ করা যায় এ সংস্থাটি কি স্টেজ ১ বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬ এনএসপিসিসি প্যান্ট (প্যান্টওসরাস) এমন আরও একটা সংস্থা যা যৌন অঙ্গ গুলির নাম না দিয়ে সুরক্ষার সমস্যাগুলিকে সম্বোধন করে এই সংস্থান কে কি স্টেজ ১ এর বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭ 'মাই বডি বিলংস টু মি, ফ্রম মাই হেড টু টোস' শরীরের নামকরণ না করে নিরাপদ স্পর্শ এবং শরীরের সীমানা শেখায় এই সংস্থাটি ওয়ান এবং কি স্টেজ ২ এর শিশুদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপাদান।

১ ডিএফই গাইডেন্স অনুযায়ী প্রাইমারি স্কুলে এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়।

২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য যৌন শিক্ষার বয়স যথাযথ নয় কারণ যেকোন যৌন ক্রিয়াকলাপের আইনি বয়স 16 বছর।

৩ সুতরাং বাচ্চাদের জন্য যুক্তরাজ্যের আইন অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষা সম্পর্কে শেখার কোন কারণ নেই যেখানে ইউকে ল এটাকে নিষেধ করেছে।

৪ তবে কোন স্কুল যদি যৌনশিক্ষা শেখানোর সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা প্রত্যাহারের অধিকার অবশ্যই স্পষ্ট করে দিতে হবে ।
আরই এবং যৌন শিক্ষার সীমারেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং যেমন অন্যকিছুর সাথে জুড়ে দেয়া যাবে না তেমনি বিজ্ঞানেরমতো অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পাঠ্যক্রমের কাঠামোর মাঝে ঢোকাবার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি এটি শেখানোই হয় তবে এটি ইয়ার 6 এর আগে শেখানো উচিত নয়।